তারিখ 10 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

যুগান্তর

ঢাকা বোর্ডে জেএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রশ্ন গাইড থেকে

মুসতাক আহমদ

চলমান জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বাংলা বিষয়ের প্রশ্নপত্রে কেলেংকারি ঘটেছে। গাইড থেকে হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে সব প্রশ্ন। কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র প্রণেতা ও শুদ্ধকারীরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ঘটনা প্রকাশের পর তোলপাড় চলছে। দোষীদের চিহ্নিত করতে বুধবার এই বোর্ড থেকে কুমিল্লা বোর্ডে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বোর্ড-পরীক্ষা দূরের কথা, স্কুলের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়ও গাইড থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উদ্ভূত ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে সৃজনশীল পদ্ধতি।

সৃজনশীল পদ্ধতি ফের প্রশ্নের মুখে

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান ঘটনা স্বীকার করে বুধবার যুগান্তরকে বলেন, 'এই ঘটনা শিক্ষার সৃজনশীল পদ্ধতির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। এটা সৃজনশীলের মূল দর্শন ও চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। সৃজনশীল পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ এবং গলাটিপে হত্যা করার মতো অপচেষ্টা এটা। আমরা চরমভাবে লজ্জিত।' আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বলেন, এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১ নভেম্বর জেএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। ওইদিন ছিল বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা। এতে ৬০ শতাংশ সৃজনশীল (সিকিউ) এবং ৪০ শতাংশ বহু নির্বাচনী (এমসিকিউ) প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, সিকিউ অংশে মোট ৯টি উদ্দীপকসহ ৬০ নম্বরের প্রশ্ন ছিল। আর এমসিকিউ অংশে ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। এরমধ্যে সিকিউর ৮টি উদ্দীপকসহ প্রশ্নগুলো করা হয় পাঞ্জেরি গাইড থেকে। অপর উদ্দীপকটি পাঞ্জেরি গাইড থেকে না নিলেও এর (উদ্দীপক) অন্তর্ভুক্ত চারটি ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ঢাকা বোর্ডে জেএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রশ্ন গাইড থেকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্নের তিনটিই এই গাইড থেকে নেয়া। এমসিকিউ অংশের অধিকাংশ প্রশ্নও এই গাইড থেকে নেয়া। এখানেই শেষ নয়, ৯টি উদ্দীপক ও প্রশ্নের মধ্যে অন্তত ৪টিই এর আগের বিভিন্ন জেএসসি পরীক্ষায় করা হয়েছিল।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার যুগান্তরকে বলেন, 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের দর্শনই হচ্ছে তা গাইড নির্ভরতা কমাবে। আগের কোনো প্রশ্নের সঙ্গে মিল থাকবে না। কোনো গাইড থেকেও প্রশ্ন কমন পড়বে না। কিন্তু এবারের এই প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।' তিনি বলেন, গেল কয়েক বছর ধরে প্রত্যেক বোর্ড ৪টি করে প্রশ্নপত্র বানায়। প্রত্যেক বোর্ড বাকি সাত শিক্ষা বোর্ডের ২৮ সেট থেকে লটারির মাধ্যমে ২টি নেয়। এরপর সেগুলো ছেপে পরীক্ষা নেয়া হয়। আমরা এবার কুমিল্লা বোর্ডের বাংলা প্রথমপত্রের প্রশ্নটি পেয়েছি। সেই হিসেবে গাইড থেকে প্রশ্ন তৈরির এই দায় ওই বোর্ডের সংশ্লিষ্টদের।

প্রশ্নপত্র এবং গাইড মিলিয়ে দেখা গেছে, ১ নম্বর উদ্দীপকটি হচ্ছে, 'দেখা হলেই মিষ্ট অতি...বাঙালি সন্তান।' এই উদ্দীপক ও প্রশ্ন ২০১৪ সালের জেএসসি পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ডে করা হয়েছিল। এটি পাঞ্জেরি গাইডে নেই। তবে এর অধীন চারটি প্রশ্নের মধ্যে 'ক' বাদে বাকি তিনটি পাঞ্জেরি গাইড থেকে নেয়া হয়েছে।

২ নম্বর উদ্দীপকটি হচ্ছে, 'সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও ন্যায়ের পক্ষে যারা কথা বলেন, প্রতিবাদ করেন...ফসল।' এই উদ্দীপকটি ২০১৫ সালের পাঞ্জেরি গাইডের (নতুন সংস্করণ : বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র) ৫৯ নম্বর পৃষ্ঠার ৬ নম্বর প্রশ্ন। এভাবে ৩ নম্বর উদ্দীপকটি এ গাইডের ১০৪ নম্বর পৃষ্ঠা, ৪ নম্বর উদ্দীপকটি ১৭০ পৃষ্ঠার ৬ নম্বর প্রশ্ন, ৫ নম্বর উদ্দীপকটি ১৯৩ পৃষ্ঠার ৭ নম্বর প্রশ্ন, ৬ নম্বর উদ্দীপকটি ২২০ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর প্রশ্ন, ৭ নম্বর উদ্দীপকটি ২৩৯ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর প্রশ্ন, ৮ নম্বর উদ্দীপকটি ২৫৯ পৃষ্ঠার ৪ নম্বর প্রশ্ন এবং ৯ নম্বর উদ্দীপকটি ২৮৪ পৃষ্ঠার ৩ নম্বর প্রশ্ন। এরমধ্যে ৭ নম্বর উদ্দীপক ২০১৩ সালের জেএসসিতে সব বোর্ডে, ৮ নম্বর ২০১৪ সালের যশোর বোর্ডের জেএসসি এবং ৯ নম্বর একই সালের ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নে ছিল।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে এই প্রশ্নপত্রের সেটার (প্রণেতা) এবং মডারেটরের (পরিশোধনকারী) মধ্যে কেউ উল্লিখিত গাইডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারেন। গাইডের কাটতি বাড়াতে সুপরিকল্পিতভাবে এই কাজটি করা হতে পারে। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে সেটার, মডারেটরের নাম-ঠিকানা এবং প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি চেয়েছি। তাদের পাঠানো তথ্য দেখেই বলা যাবে আসলে কে বা কারা দোষী।' এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বলেন, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।